দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 03 APR 1992
পৃষ্ঠা 2

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ২০শে চৈত্র, ১৩৯৮

ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে পুলিশের নিয়মিত অবস্থান কাম্য

ক্যাম্পাসের অরাজকতা ও সন্ত্রাসের ঘটনা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। গত শনিবার রাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে পুলিশের তল্লাশি ও গ্রেফতারী অভিযানকে কেন্দ্র করিয়া ভাইস চ্যান্সেলর ও হলের প্রভোস্টের বাসভবনে অনভিপ্রেত হামলা চালায় এক শ্রেণীর ছাত্র। পরবর্তী দিবসেও চলে শিক্ষক ও অফিসারদের বাসভবনে এলোপাতাড়ি গুলীবর্ষণ, ভাংচুর, গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কায়কারবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট গত সোমবার এক জরুরী সভায় মিলিত হইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিকতম ঘটনায়। সভায় হলের সম্মানিত প্রভোস্টকে নাজেহাল, বাসগৃহ তছনছ, টেলিফোন লাইন কর্তন ইত্যাদি ঘটনার নিন্দা করিয়া সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনায় বলা হয়ঃ "একদিকে যখন সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে ক্যাম্পাসে অস্ত্র উদ্ধার এবং অস্ত্রধারী ও বহিরাগতদের গ্রেফতারের দাবী উঠিয়াছে, অন্যদিকে তখন অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের তৎপরতার বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হইতেছে।" সিণ্ডিকেটের মতে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া অবাঞ্ছিত। অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও গত মঙ্গলবারে এক জরুরী সভায় মিলিত হইয়া ক্যাম্পাস হইতে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের আহবান জানাইয়াছে।

আসলে সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা, সচেতনতা ও সক্রিয়তা না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব নয়। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন স্তরের লোকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ক্যাম্পাস জীবনের এই অভিশাপ দূর হইতে পারে। আজ অনেকেই অনুভব করিতেছে যে, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার-বিবেচনা প্রকৃত পক্ষে সন্ত্রাসকেই প্রশ্রয়দান করে। অপর দলের অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী গ্রেফতারে বাহাবা দিব, অপর পক্ষে নিজ দলের হইলেই কর্তৃপক্ষের নিন্দায় উচ্চকিত হইয়া মিছিলসহ হট্টগোল বাধাইয়া দিব,—এই ধরনের অবাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সন্ত্রাস দূর না হওয়ার অন্যতম কারণ বলিয়া এখন অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস। আজ এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর সুদূরপ্রসারী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন আবশ্যক। সন্ত্রাস শেষ পর্যন্ত পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই ফ্রাংকেনস্টাইনে পরিণত হইবে কিনা, তাহাও সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

আসলে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা ও সক্রিয়তা না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সন্ত্রাস দূর হওয়া সম্ভব নয়। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের সকল স্তরের সচেতন ও দায়িত্বশীল লোকের ইচ্ছা কিংবা সহযোগিতা থাকিলেই শুধু ক্যাম্পাস জীবনের এই বিষ-বৃক্ষ উৎপাটিত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক হলে সম্প্রতিকালে পুলিশের অস্ত্র উদ্ধার ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট, প্রোক্টর ও ছাত্রদের সহযোগিতামূলক কার্যক্রম খুবই প্রশংসনীয়। এই সহযোগিতা ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং আবাসিক হলের কর্মকর্তাদের পর্যায়ে ব্যাপকতা লাভ করুক, ইহাই কাম্য। ক্যাম্পাসের বাহিরে পুলিশ রাখিয়া এবং মাঝে-মধ্যে হল বিশেষে পুলিশ অভিযান চালাইয়া যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বস্তি আনা যায় না তাহা তো এখন সবার উপলব্ধি করা উচিত। ঢাকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সন্ত্রাস দূর করিতে হইলে পুলিশকে অধিকতর দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই পুলিশের নিয়মিত অবস্থান থাকিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিজস্ব স্থায়ী সিকিউরিটি বাহিনী গড়ার কথা বলিয়াছিলাম। সেইরূপ কিছু করা হইবে কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে পুলিশকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে হইতেছে তখন সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়াই তাহা করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগীদের যাহাতে পুলিশ ক্যাম্পাসে নিয়মিতভাবে অবস্থান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে পারে তাহার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া আমরা মনে করি।